আবার ও ১০১ দোররা : সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাওয়ার দুটি সত্য কাহিনী এবং ডঃ হুমায়ুন আজাদ

-জাহেদ আহমদ
anondomela@yahoo.com

হুবহু উদ্বৃতি দিচ্ছি গত ১৪মে, ২০০৪ সালের দৈনিক *প্রথম আলোর* শেষ পৃষ্ঠা থেকে।

শিরোনামঃ *'ওরা আমার আনেক বড় ক্ষতি করে ফেলেছে'*

পাবনা অফিস। পাবনার ভাঙ্গুড়ায় ধর্ষিত কিশোরী মেয়েটির অসহায় দিনমজুর পিতা নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। তিনি হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, 'অন্যের বাড়িতে কামলা খেটে মেয়েকে স্কুলে পড়াচ্ছিলাম। বখাটে আহাদুল, গ্রামবাসী আর মওলানারা প্রভাব খাটিয়ে আমার অনেক বড় ক্ষতি করে ফেলেছে। ফতোয়া দিয়ে মওলানারা আমার মেয়েকে দোররা মেরে ও পরে বিয়ে দিয়ে সব স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছে। আমি এই অপরাধের বিচার চাই'। গতকাল বৃহস্পতিবার মেডিকেল রিপোর্টের জন্য ধর্ষিত মেয়েটিকে পাবনা সিভিল সার্জন অফিসে পাঠানো হলে তার বাবা প্রথম আলোর কাছে এভাবেই প্রতিক্রিয়া জানান।

ফতোয়া জারির মাধ্যমে ধর্ষককে (নিশ্চয়ই বহু দর্শকের উপস্থিতিতে) দিয়ে ধর্ষিতাকে দোররা মারা ও পরে ধর্ষকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ঘটনায় ধর্ষকসহ ১০ ফতোয়াবাজ কে আসামি করে গত বুধবার অবশেষে মামলা হয়েছে।

এদিকে গত শুক্রবার একই সময়ে ওই এলাকায় আরো এক কিশোরী ধর্ষনের শিকার হয়েছে বলে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রভাবশালীরা পুরো বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

খবরের বাকী অংশটুকু সংক্ষেপে এরূপঃ

খানমরিচ ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের ক্লাশ সিক্সে পড়ুয়া দিন মজুরের কন্যাটি যখন পাশবিক বলাৎকারের শিকার হচ্ছিল, ঠিক তখনই পাশের বাড়িতে গ্রামের প্রভাবশালী ওসমানের ছেলে আবু তাহের আরেকটি বালিকাকে ধর্ষন করে। মজার ব্যাপার, *'গ্রামে ওইদিন ইসলামী জলসা চলছিল'*। পত্রিকার ভাষ্যানুযায়ী, *'মুরুব্বিরা জলসায় যাওয়ায় বাড়ি দুটি শূন্য ছিল। এই সুযোগে বখাটে আহাদুল ও তাহের পরিকল্পনা করে দুই কিশোরীকে ধর্ষন করে।'*

ধরে নিতে বাধ্য হচ্ছি- মুরুব্বিরা বাড়িতে থাকলে হয়তো ঘটনা দুটি ঘটত না। এবং কোন সন্দেহ নেই- উপরে উল্লেখিত যুবক দু'টি বখাটে। কিন্তু তথাকথিত 'মুরুব্বিদের' দল 'পবিত্র ও মহান' ইসলামী জলসার বয়ান শুনে যখন ঘরে ফিরে ঘটনা দুটি শুনলেন, তখন কি বিচার করলেন? বিচার হয়েছে বটে! একই পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, *'দুটি ধর্ষনের ঘটনাই জানাজানি হলে প্রভাবশালী আবু তাহের তার আত্নীয়স্বজনের মাধ্যমে ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে সক্ষম হয়। ধর্ষিতার পরিবার ও লোক লজ্জার ভয়ে ঘটনা চেপে যায়'*। কিন্তু বেয়াড়া (?) দিনমজুর, ক্লাস সিক্সে পড়ুয়া বালিকাটির পিতা ঘটনাটির বিচার চেয়ে বসে! ইসলামী জলসা পরবর্তী ক্ষণে গ্রামপ্রধানরা সালিসের আয়োজন করে। রায় দেয়া হয়- ধর্ষিতাই দোষী এবং ধর্ষক ধর্ষিতাকে ১০১ ঘা দোররা মারবে! একই সালিশে অপর ধর্ষনের বিচার চাওয়া হলে বিচার প্রার্থীকে সালিস থেকে বের করে দেয়া হয়। এ সময় মওলানা বেলাল হোসেন বলেন, *'আবু তাহের (ধর্ষক)বিবাহিত। তার আর কী বিচার হবে?'* শেষ পর্যন্ত *মানবাধিকার সংগঠন* ও এলাকার *' বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীর চাপে'* (পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয়ে যাবার পরে) *'জোর করে ওই ধর্ষকের সংগে নামমাত্র দেনমোহর ও রেজিষ্ট্রি ছাড়াই ধর্ষিতার বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়।'*

কপাল পুড়লো কার? নিশ্চয়ই ধর্ষিতা মেয়েগুলির চাইতে বেশি আর কারো নয়। বিয়ে হয়তো চাপের মুখে হয়েছে, এলাকার সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলে ও খবরটি পত্রিকায় পাঠিয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি দায়সারা গোছের বিয়ের ব্যবস্থা করে দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু এটা কি কল্পনা করা খুব কঠিন- মেয়ে দুটি বাকী জীবন (যদি সংগ্রাম করে আদৌ বেঁচে থাকতে পারে) অসহনীয় যন্ত্রণা ও গ্লানির বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াবে ? আর দিনমজুর যে পিতাটি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনের পর দিন শ্রম দিয়ে যাচ্ছিল যে স্বপ্নটি সামনে রেখে- হয়তো একদিন দিন তার পরিচয়ের সাথে নতূন মাত্রা যোগ হবে। দিন মজুরই নয় কেবল, সে একজন সুশিক্ষিতা মেয়ের জন্মদাতা ও বটে! তাঁর কি হবে? কী স্বপ্ন নিয়ে বাঁচবে সে? আজকের বাংলাদেশে গরীবের বড় স্বপ্ন দেখা অপরাধ বৈ অন্য কিছু নয়, সে কি এখন থেকে তাই বিশ্বাস করবে?

আগেই উল্লেখ করেছি, ঘটনাগুলি ঘটে যাওয়ার প্রেক্ষিতে থানায় মামলা হয়েছে । তবে সে আরেক তামাশার কাহিনী। দুজন গ্রেপ্তার ও হয়েছে। তবে মূল দুজন ধর্ষক বা ফতোয়াবাজ মাওলানা বেলাল হোসেন খোলা আকাশে মুক্ত বায়ুতে , মুক্ত

মাটিতে সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরে বেড়াবেই বা, না কেন? যে দেশে দিবালোকে পুলিশের সামনে জনপ্রিয় একজন এমপিকে গুলি করে হত্যা করা হয়, এবং কোন তদন্তের আগেই সরকার প্রেসনোটস-এ ঘোষনা করেঃ এমপি ভদ্রলোক নিজ দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয়েছেন; সে দেশে একজন দিনমজুরের পক্ষে নাবালিকা মেয়ে ধর্ষনের ঘাতকদের গ্রেপ্তারের এবং ন্যায্য বিচারের আশা দিবাস্বপ্ন বৈ অন্য কিছু নয়। তাছাড়া, দেশের *'শীর্ষ স্থানীয়'* ফতোয়াবাজরাই তো আজ ক্ষমতার অংশীদার। মুফতি আমিনী-আজিজুল হক- নিজামী-সাঈদী গং।

'আবু তাহের (ধর্ষক) বিবাহিত। তার আর কী বিচার হবে?' মওলানা বেলাল হোসেনের এ উক্তি পড়ে 'আধুনিক ইসলামের' প্রচারকেরা নিশ্চয় মুচকি হেসে বলবেন, 'ব্যাটা হাঁদারাম মূর্খ।' তাই যদি সত্যি আপনাদের মনের কথা হয়ে থাকে, তাহলে জানিয়ে রাখি- আজকের বাংলাদেশের প্রভাবশালী মওলানা মুফতি আমিনী এমপি মাত্র কয়েক বছর আগে সাপ্তাহিক ২০০০ এ দেয়া এক সাক্ষাতকারে মন্তব্য করেছিলোঃ *'তসলিমা নাসরিনের কোন লেখা আমি পড়িনি, তবে তার ফাঁসি চাই'।* সে তাহলে কোন শ্রেণীর কূপমন্ডূক? আর *'শায়খুল হাদিস'* আজিজুল হক বিগত আওয়ামীলিগ শাসনামলে মোহাম্মদপুরে দিনে দুপুরে পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়া হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত। ইদানীংকার ঘটে যাওয়া নিরীহ কাদ্বিয়ানী সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের ঘটনার পেছনে কে, নিশ্চয়ই তা চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। আজকের শিল্প মন্ত্রী আরেক মওলানা নিজামীর অতীত ভুমিকা নিয়ে নতূন করে কিছু বলার নেই।

সম্প্রতি এই সপ্তাহের *ঠিকানা* (১৪ মে, ২০০৪ সংখ্যা) পত্রিকায় ভারী মজার একটি ব্যাপার লক্ষ করলাম। *চিঠি পত্র* বিভাগের সব কটি পত্রই ডঃ হুমায়ুন আজাদের *'পাক সার জমিন সাদ বাদ'* উপন্যাস কেন্দ্রিক। লেখককে 'অশ্লীলতার' দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। নিউইয়র্কে বসে বলা হয়েছে, বইটি *'বেহায়াপনায়'* ভর্তি এবং এটি নিষিদ্ধ হয়া উচিৎ, লেখকের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ ইত্যাদি। আগের সপ্তাহে একই পত্রিকায় জনৈকা ভদ্র মহিলা ও ডঃ হুমায়ুন আজাদের শাস্তি দাবি করেছেন। কী অবাক কান্ড! যে দেশে ফতোয়াবাজদের হাতে প্রতি নিয়ত মেয়েরা লাঞ্ছিত হচ্ছে, নাবালিকারা বলাৎকারের শিকার হয়ে বিচার চেয়ে ১০১ দোররার ঘা খাচ্ছে , মাননীয় সংসদের জনপ্রিয় একজন এমপি কে দিবালোকে রাস্তায় খুন করা হচ্ছে, সাংবাদিকদের সত্য প্রকাশের কারণে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়া , বা সরাসরি খুন করে ফেলা হচ্ছে, বুদ্বিজীবিদের সত্য প্রকাশের দায়ে জেলে ঢুকানো হচ্ছে; যে দেশ বছরের পর বছর দুর্ণীতিতে আন্তজার্তিক অংগনে হ্যাট্রিক করে যাচ্ছে, সংখ্যা লঘুদের উপর নির্যাতন ক্রমাহারে বেড়ে চলেছে (ক্বাদিয়ানী মুসলমান, হিন্দু সম্প্রদায়) ; সে দেশে যখন একজন লেখক তাঁর তুলিতে জীবন ও সমাজের খন্ডিত হলে ও সত্য চিত্র তুলে ধরেন, তিনি বাহবা পাবার বদলে পান ধিক্বার! তা ও আমেরিকার মত দেশে বসবাসকারী স্বজাতিদের কাছ থেকে! এই না হলে বাংলাদেশ? আর এই না হলে আমরা বাংগালী (সরি! বাংলাদেশী)?

উপরে উল্লেখিত পত্রিকার হুমায়ুন আজাদ বিরোধী পত্র লেখকদের উদ্দেশে

দুটি কথা না বললেই নয়। প্রথমত, সাপ্তাহিক *ঠিকানা ছাড়া* ও আরো দুটি সাপ্তাহিকী লেখক এবং প্রকাশকের পূর্ব অনুমতি না নিয়ে এবং আন্তজার্তিক কপিরাইটস আইনের তোয়াক্কা না করেই ধারাবাহিক ভাবে ডঃ হুমায়ুন আজাদের উপন্যাসটি প্রকাশ করে মারাত্নক একটি অনৈতিক এবং বেআইনী কাজ করে চলেছে। এবং আপনারা যদি মূল বইটি না কিনে পত্রিকায় প্রকাশিত অংশ পড়ে মন্তব্য করে থাকেন, তাহলে আপনাদের নৈতিকতাবোধ নিয়ে ও আমার সংশয় রয়েছে। কবি গুরুর বাণী নিশ্চয় আপনাদের মনে করিয়ে দিতে হবে নাঃ *'অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তার তৃণ সম দেহে'।*

সবশেষে লেখকের দায়িত্ব সম্পর্কে একটি বিখ্যাত উক্তি তুলে ধরছিঃ

Concealment of the historical truth is a crime against the people
-Gen. Petro G. Grigorenko

অর্থাৎ, ঐতিহাসিক কোন সত্যকে লুকানোর কাজ হচ্ছে জনগণের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ। *'পাক সার জমিন সাদ বাদ'* উপন্যাসটি লেখার সময় ডঃ আজাদ আমেরিকান-বাংলাদেশী কম্যুনিটির চাইতে বাংলাদেশে বসবাস রত হত-দরিদ্র বাংগালী জনগণের কথা বেশি মনে রেখে লেখক হিসেবে নিশ্চয়ই কোন ভুল করেন নি। স্যালুট টু ডঃ হুমায়ুন আজাদ!

(সমাপ্ত)

নিউ ইয়র্ক
মে ১৮ ২০০৪

বর্ণসফট ২০০০এ মুদ্রিত
www.bornosoft.com

কপিরাইটস মুক্তমনা ২০০৪
Copyrights www.mukto-mona.com 2004